"৩যুগ পূর্তি উৎসব-২০২৫" আয়োজন ও আমার কিছু কথা

আস্সালামু আলাইকুম,

প্রারম্ভেই মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি "৩যুগ পূর্তি উৎসব-২০২৫" এ উপস্থিত সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উৎসবে উপস্থিত প্রাক্তন ও বর্তমান সকল শিক্ষদের প্রতি। স্যারদের উপস্থিতি আমাদের করেছে আরও বেশি উজ্জীবত এবং উৎসবকে করছে প্রানবন্ত।

অনুষ্ঠানটি সফল ও স্বার্থক করতে প্রতিটি শিক্ষার্থীরই কমবেশি নিজ নিজ অবস্থান হতে ভূমিকা রয়েছে, তবে তারপরও কিছু শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ভূমিকা অনেক বেশি তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিদের কথা না বললেই নয় ,

ড. মোহাম্মদ আব্দুল ছালাম
উপসচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

১৯৯৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী, পূনর্মিলনীর পরিকল্পনা হতে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল বিষয়ে দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও সার্বক্ষনিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিস্থিতিসহ যাবতীয় বিষয়ে খোজ খবর নেয়া ও নির্দেশনা দেয়া, সকল কাজ খুব সুক্ষভাবে তদারকি করেছেন। কাকার সাথে হয়তো এভাবে খুম কম কথা হবে। সময়গুলো খুব মিশ করবো। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ কাকা।

জসিম উদ্দিন আখন্দ স্যার
সিনিয়র শিক্ষক, সাহেবাবাদ লতিফা ইসমাইল উচ্চ বিদ্যালয়

১৯৯২ ব্যাচের শিক্ষার্থী, পূনর্মিলনীর পরিকল্পনা হতে বাস্তবায়ন পর্যন্ত স্যার আমাদের পাশে থেকে সর্বদা সাহস ও বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছেন । স্যারকে এখন আর রাত বিরাতে কল দিয়ে বিরক্ত করবো না, বলবো না স্যার চলেন এই ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে যাই স্পন্সরের জন্য, বলবো না স্যার আপনি কথা না বললে স্পন্সরের পরিমান কমে যাবে। স্যারের সাথে প্রতিটি কাজ ও অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেভাবে খুব কাছ থেকে মিশেছি হয়তো এভাবে খুব কাছ থেকে মিশা হবেনা। মিশ করবো সেই সময়গুলো। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ স্যার।

মোহাম্মদ শামীম
সহকারী অধ্যাপক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী মহিলা কলেজ

১৯৯২ ব্যাচের শিক্ষার্থী, আমাদের অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়নে যে লোকটির অনেক বেশি ধন্যবাদ প্রাপ্য তিনি আমাদের আয়োজক কমিটির সম্মানিত আহবায়ক মোহাম্মদ শামীম কাকা। কাকা খুব ঠান্ডা মাথায় আমাদের সবাইকে একত্রিত রেখে সকল কাজ করিয়েছেন। কাকার সাথে প্রতিদিন অনেক বার অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আপডেট দেয়া, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা। কাকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়, শ্রেণী কক্ষে ক্লাশ চলাকালীন, প্রেকটিক্যাল ক্লাশ চলাকালীন আমার মোবাইল হতে আর হয়তো কল যাবেনা। সময়গুলো খুব মিশ করবো। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ কাকা।

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
ম্যানেজার, নেরোলাক পেইন্টস

১৯৯৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী, একজন মানুষ কতটা ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী হতে পারে তা আমাদের আয়োজক কমিটির সদস্য সচিব ও স্বরনিকার সম্পাদক মাহবুব কাকার মাঝে দেখেছি। তিনি একটি প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ন পদে চাকুরী করেন। কিন্তু তারপরও তিনি অনুষ্ঠান আয়োজন হতে বাস্তবায়ন পর্যন্ত কতটা পরিশ্রম করেছেন তা আমরা অনেকেই খুব কাছ থেকে দেখেছি। একটি সময় মনে হয়েছে অনুষ্ঠানটিই আয়োজন ও বাস্তবায়ন করাই তাহার প্রধান কাজ, চাকুরীটা অপশনাল। অনেক রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন অনুষ্ঠানের জন্য, লাগাদার তিনরাত্র আমিও নির্ঘুম রাতের স্বাক্ষী, কাকার সাথে প্রতিদিন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক বার কথা বলা, সময় অসময়ে কল দেয়া। এগুলো খুব মিশ করবো। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ কাকা।

মো: রোমেল করিম খন্দকার
কান্ট্রি ম্যানেজার, টুইন এশিয়া লিমিটেড

১৯৯৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী, আমাদের আয়োজনকে সফল ও স্বার্থক করতে রোমেল ভাইয়ের অবদান অনেক। ভাই আমাদের অনুষ্ঠানের উপহার গেঞ্জি, সম্মানিত প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকদের জন্য শুভেচ্ছা উপহার দিয়েছেন। স্পন্সর করা সহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সর্বদা খোজ রেখেছেন, দিয়েছেন অনেক নির্দেশনা ও পরামর্শ। ভাই হাজারো ব্যস্ততার মাঝে খোজ নেয়ার বিষয়টি খুব মিশ করবো। কৃতজ্ঞতা ও অনেক ধন্যবাদ ভাই।

এডভোকেট আব্দুল হান্নান
আইনজীবি, কুমিল্লা জর্জ কোর্ট
সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
শিক্ষক, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

১৯৯৬ ব্যাচের শিক্ষার্থী, মানুষকে কিভাবে খুব দ্রুত কাছে টানা যায়, তা হান্নান ভাই থেকে অনেকের শিখার রয়েছে। ভাই খুব অল্প সময়ে অনেকের আপন হয়ে গেছেন। প্রতিদিন নিয়মকরে অনুষ্ঠানের আয়োজন সহ যাবতীয় বিষয়ে খোজ নেয়া ও বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হান্নান ভাইকে খুব মিশ করবো। আমাদের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের ওয়েব সাইট প্রস্তুত করা ব্যক্তিটির নাম সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী স্যার। হান্নান ভাই ও মাহবুব স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ।

মোস্তাফিজুর রহমান রাজিব
জিয়াউল হাসান খান
আলমগীর হোসেন খান
ওয়ালিউল্লাহ্

২০০১ ব্যাচের শিক্ষার্থী, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা হতে বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত তাহাদের ভুমিকা অনেক অনেক বেশি। আয়োজনে সামনের সাড়িতে থেকে অক্লান্ত কাজ করা ব্যাক্তিদের মধ্যে রাজিব কাকা, জিয়া কাকা, আলমগীর ভাই অন্যতম। তার বাহিরেও আমার প্রতিদিন অনুষ্ঠান বিষয়ে অভিযোগ জমা রাখার একটি লোক ও রাজিব কাকা, যার কাছে আমি অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত অনেক কষ্ট জমা রাখতাম। একজন সময় দেশের পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠান আয়োজন নিয়ে সবাই নিরব ছিলাম, তখন তা পূনরায় সচল করা ব্যক্তিটি রাজিব কাকা। প্রতিদিন নিয়ম করে আমার সাথে রাগারাগি করা আবার তার খানিক পড়েই একসাথে বসে প্রোগ্রাম নিয়ে পরিকল্পনা করা বা বিভিন্ন কাজে যাওয়া ব্যাক্তিটির নাম জিয়া কাকা। আমি প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কাজে কম দেই এই অভিযোগ নিয়ে প্রতিনিয়ত রাজিব কাকা, জিয়া কাকাসহ আমাদের সাথে আয়োজনে একত্রিত হয়ে কাজ করা ব্যক্তিটির নাম আলমগীর ভাই। স্বরনিকায় রাত জেগে আমাদের সাথে কাজ করা ও প্রোগ্রামের দিন ভোররাত পর্যন্ত আমাদের সাথে উপহার প্যাকেট করা ব্যক্তিটি আমাদের ওয়ালিউল্লাহ্ ভাই। আমাদের প্রোগ্রাম আয়োজনে যে ব্যাচটি অনেক বেশি ভুমিকা রেখেছেন সে ব্যাচটি ২০০১ ব্যাচ এবং এই ব্যাচটি আমাদের পূনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সর্বোচ্চ প্রাক্তন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণকারী ব্যাচ। রাজিব কাকার রাগ, জিয়ার কাকার রাগ, আলগমীর ভাইয়ের অভিযোগ, ওয়ালিউল্লাহ্ ভাইয়ের সরলতা খুব মিশ করবো। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রতি।

হাবিব মিয়াজী
এসিস্টেন্ট ম্যানেজার, মেঘনা গ্রুপ
গিয়াস উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক, সাহেবাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

২০০৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী, পরিকল্পনা হতে বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত প্রতিনিয়ত যে লোকটি আমাদের পাশে ছিলেন তার মধ্যে হাবিব মিয়াজীও অন্যতম, সকল বিষয়ে খুব সিরিয়াসলি খোজ খবর নেয়া ও আমাদের পাশে থেকে কাজ করা ব্যাক্তিটি গিয়াস উদ্দিন মামা। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রতি।

রাশেদুল ইসলাম আশরাফ
উদ্যোক্ত ও ব্যবসায়ী
আতিকুর রহমান খান
উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী

২০০৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী, উপহারের চাবির রিং ও ব্যাগগুলো স্পন্সর করেছেন, রাশেদুল ইসলাম আশরাফ ওরফে রশিদ ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্ক সর্বদাই টক মিষ্টি ঝাল, তবে পূনর্মিলনী আয়োজন করার পরিকল্পনা হতে শুরু করে বাস্তবায়নে লোকটির অনেক ভুমিকা রয়েছে। এর বাহিরেও লোকটির ভুমিকা রয়েছে আয়োজনের সাথে যুক্ত অন্য সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তিত রাখা, দিনশেষে তিনি পরিশ্রম করেছেন অনুষ্ঠান আয়োজন ও বাস্তবায়নে। আমাদের অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কাজ করেছে সে ইভেন্টে ম্যানেজমেন্ট কর্মরত আছেন আতিকুর

রহমান খান চাচা, ওনি আমাদের আয়োজনকে সুন্দর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা রশিদ ভাই ও আতিক চাচা।

মো: মহি উদ্দিন
সাব রেজিস্টার, আইন মন্ত্রণালয়
মো: নজরুল ইসলাম
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

২০০৮ ব্যাচের শিক্ষার্থী ওরা, অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে মহিউদ্দিন ও নজরুলের ভুমিকা রয়েছে। ওরা সর্বদা পাশে থেকে আমাদের বিভিন্ন কাজে সহযোগীতা করেছে। মহিউদ্দিনের ঠান্ডা মাথার কার্যক্রম ও নজরুলের হঠাৎ করে রেগে যাওয়ার সময়গুলো অনেক বেশি মিশ করবো। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা তোমাদের প্রতি।

মঞ্জুরুল আলম
শিক্ষার্থী, বুয়েট

২০১৭ ব্যাচের কৃতি শিক্ষার্থী, সে বর্তমানে বুয়েটে অধ্যয়নরত। আমাদের স্বরনিকা সোনালী অতীত প্রকাশে যে ছেলেটি নিরলস ভাবে কাজ করেছে তার মধ্যে মঞ্জুরুল আলম অন্যতম, আমার সাথে একাদিক রাত জেগে কাজ করা, সেই পলাশী হতে প্রতিদিন নিকুঞ্জ গিয়ে স্বরনিকায় ভূমিকা রাখা ছেলেটিও মঞ্জুরুল। একটি ছেলে কতটা আন্তরিক হলে এমনটি করতে পারে তা আমরা মঞ্জরুলকে দেখে জেনেছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ মঞ্জুরুল চাচ্চু।

অন্যান্য প্রতিটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ভুমিকা রয়েছে অনেক, যার মধ্যে ১৯৯৩ ব্যাচের গোলাপ খান চাচা, ১৯৯৭ ব্যাচের আমির হোসেন ভাই, ২০০০ ব্যাচের রাসেল আহমেদ ভাই, ২০০২ ব্যাচের এড. সাইফুল ভাই, ২০০5 ব্যাচের সফিউল্লাহ্ ভাই, ২০০৯ ব্যাচের জহির, ২০১০ ব্যাচের ফারুক, সাকিল, ২০১১ ব্যাচের কামরুল, মনির, ২০১২ ব্যাচের কামুরল, সাইফুল, সুদেব, ২০১৩ ব্যাচের সাইফুল, রাসেল, ২০১৫ ব্যাচের জসিম উদ্দিন তুষার, ২০১৬ ব্যাচের হাবিব, রবিউলসহ ২০২৪ ব্যাচ পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাচের এক বা একাদিক প্রাক্তন শিক্ষার্থীর ভূমিকা রয়েছে আমাদের এই ৩যুগ পূর্তি উৎসব ২০২৫ আয়োজনে। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠান পরিকল্পনা হতে শুরু করে আয়োজন পর্যন্ত আমার/আমাদের কোন কথা বা কাজে কেউ যদি বিন্দু পরিমান কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমাদের আয়োজক টিম সর্বদা সবাইকে নিয়ে ঐক্যবন্ধভাবে ও সকলের পরামর্শকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমাদের আয়োজনে যদি কোন ব্যর্থতা থাকে সকল দায়ভার আমাদের আয়োজক কমিটির এবং যদি সফলতা থাকে সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উৎসর্গ করিলাম।

সবাই ভাল থাকবেন, সুস্থ্য থাকবেন। ইনশাআল্লাহ্ আবার দেখা হবে।

কৃতজ্ঞতায়
মোশারফ হোসেন লিটন
সদস্য, আয়োজক কমিটি
সদস্য সচিব
অর্থ ও ক্রয় কমিটি